মূল্য ঃ ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন (রেজিষ্টার্ড) হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপথ

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

৫২ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রীগোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৪২১ ❀ নভেম্বর ২০১৪

শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের শ্রীগোবর্দ্ধনধারী গোপাল

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কোলকাতা-3 ফোন-2554-4155, 2543-1387
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদঙ্গ ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। পরাবিদ্যাপীঠ,
৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির, ৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-256920 STD-03472
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯০০২৫৯৭৫৯৬
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (প.ব.)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001(উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্মগৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 ফোন-235606 STD-06752
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2240854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), STD-0532, ফোন ঃ-2500925/2434625
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
ফোন-2444153, STD-0565, মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-291709, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০, দেশবন্ধু
পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুলটন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

	প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১।	সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২।	শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ	দৈনিক নদীয়া প্রকাশ হইতে সংগৃহীত	৪
৩।	শ্রীশ্রীগৌরকিশোরবাণী	—	৪
৪।	শ্রীগৌরের সেবা আলোকে রাধাকৃষ্ণের প্রসন্নতা	শ্রীমদ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫।	সাধুর শাসন বাক্যে অরুচি এ আর এক ব্যাধি	শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৬।	পঞ্চঋণ	শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী (কলকাতা)	৮
৭।	শারদীয়া দুর্গোৎসবে সপ্তদিবসীয় ''গৌড়ীয় দর্শন'' সম্বন্ধীয় বক্তৃতা	শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ	১০
৮।	শারদীয়া দুর্গোৎসবে সপ্তদিবস ব্যাপী ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণী	রুক্মিণী দাসী (গোদ্রুম)	১১
৯।	গোবর্দ্ধন পূজা মাহাত্ম্য	গর্গ-সংহিতা গিরিরাজখণ্ডম্-হইতে সংগৃহীত	১৫

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর**

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী**

৫২ বর্ষ ❀ ৪র্থ সংখ্যা ❀ শ্রী গোবর্দ্ধন পূজা সংখ্যা ❀ কার্ত্তিক ১৪২১ ❀ নভেম্বর ২০১৪

সারকথা

ভক্তের ভগবান কিরূপ?

ভক্ত বাড়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।
কি না বলে, কি না করে ভক্তের কারণে ॥
জ্বলন্ত অনল প্রভু ভক্ত-লাগি খায়।
ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥
ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।
ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।৪৭-৪৯)

আরোহচেষ্টার কি ফল?

বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ না হয় নিশ্চয় ॥
(চৈঃ চঃ আদি ১৬।১১)

মহাপ্রভুর শিক্ষা কি?

কৃষ্ণ ভজিবারে যার আছে অভিলাষ।
সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস ॥
সবারে শিখায় গৌরচন্দ্র ভগবানে।
বৈষ্ণবের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥
সাজি বহে ধুতি বহে লজ্জা নাহি করে।
সম্ভ্রমে বৈষ্ণবগণ হাত আসি ধরে ॥
(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২।৫৬-৫৮)

শরণাগতের বিশ্বাস কি?

ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন-ছত্র।
ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিবে সর্ব্বত্র ॥
(চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।৪৭)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কতিপয় উপদেশ

(দৈনিক নদীয়া প্রকাশ—১৩ শ খণ্ড হইতে সংগৃহীত)

১। এই সংসারে যিনি ভগবান্ বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়াছেন, তিনিই সুকৃতি, তৎকর্ত্তৃকই কুল অলঙ্কৃত হইয়া থাকে এবং তিনিই নিখিল প্রাণিগণের আশ্রয়স্বরূপ।

২। কলিযুগে যে মনুষ্যগণ প্রতিদিন কলিমলধ্বংসী সর্ব্বপাপবিনাশক শ্রীহরির অর্চ্চনা করেন, তাঁহারাও শ্রীহরির ন্যায় বন্দনীয় হইয়া থাকেন।

৩। নিখিল প্রাণিগণের নাথ এবং দেবদেব সাক্ষাদ্ ভগবান্ বিষ্ণুর আরাধনা করাই জন্মগ্রহণের ফল।

৪। মদীয় গুরুদেব ব্রহ্মা বলেন, জীবের পাপ হরণ করিতে শ্রীহরির নামের (আভাসের) যে-পরিমাণ শক্তি আছে, পাতকী লোক সেই পরিমাণে পাপ করিতে পারে না।

৫। যাঁহার হৃদয়ে শ্রীহরির রূপ, মুখে শ্রীহরিনাম, উদরে হরির নৈবেদ্য, মস্তকে হরির পাদোদক এবং নির্ম্মাল্য বর্ত্তমান, তিনি বিষ্ণু হইতে অভিন্ন।

৬। যাঁহার জিহ্বাগ্রে 'হরি' এই অক্ষরদ্বয় বর্ত্তমান, তাঁহার কুরুক্ষেত্র, কাশী অথবা পুস্কর প্রভৃতি তীর্থপর্য্যটনের কি প্রয়োজন?

৭। সেই জিহ্বাই জিহ্বা—যে জিহ্বা হরির স্তব করে, সেই চিত্তই 'চিত্ত-যে চিত্ত হরিতে সমর্পিত হইয়াছে, সেই হস্তদ্বয়ই কেবল শ্লাঘ্য—যে হস্তদ্বয় বিষ্ণুর পূজায় রত হইয়াছে।

৮। শ্রীহরিকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য দেবতার উপাসনা ও স্বধর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্ম আচরণ তুল্য।

৯। যে পর্য্যন্ত শরীরে স্বাস্থ্য এবং ইন্দ্রিয়সকলের পটুতা বর্ত্তমান থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীহরির অর্চ্চনা করিয়া জীবন সার্থক কর।

১০। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ কুক্কুরচর্ম্ম-বিনির্ম্মিত পাত্রস্থিত পঞ্চ-গব্যের ন্যায় দশমীবিদ্ধা উভয়পক্ষের একাদশী পরিত্যাগ করিবেন।

১১। স্ব-মাতৃগমন, গোমাংসভক্ষণ, সুরাপান প্রভৃতি কার্য্য হইতেও একাদশী তিথিতে অন্নভোজন নিন্দনীয়। ❑

শ্রীশ্রীগৌরকিশোর দাস বাবাজীর বাণী

যাহার শ্রীহরিতে অকপট অনুরাগের গন্ধও নাই, বিষানুরাগে যাহার হৃদয় পূর্ণ, সেই ব্যক্তিই বিবিধ বাহ্য বেশ-ভূষা ধারণ করে; কৃষ্ণও তাহাকে তত অধিক বঞ্চনা করিতে থাকেন। আর অপ্রাকৃত হরিতে অকৃত্রিম অনুরাগ থাকিলে তাঁহার অঙ্গে যদি বাহ্যদর্শনে কুষ্ঠব্যাধিও থাকে, তথাপি কৃষ্ণ তাঁহার অপ্রাকৃত সেবাময় অঙ্গ গন্ধে বিমোহিত হন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একমাত্র হরিনাম করিবার অকপট বুদ্ধি ব্যতীত অন্যান্য বুদ্ধিকে কুবুদ্ধি বলিয়াছেন। হরিভজন করিতে করিতে কাহারও যদি 'অন্যাভিলাষ আসে, তাহা হইলে তাহার সর্ব্বনাশ হয় এবং সে ব্যক্তি হরিনামের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়। কর্মী কখনও চিন্ময় নবদ্বীপে বাস করিতে পারে না। যাঁহারা বাস্তবিক হরিভজন করেন, একমাত্র তাঁহাদের হরি ভজনের আনুকূল্য ব্যতীত অন্য যে কোনো প্রকারের সেবা বা ধর্ম, সমস্তই ঘোর বন্ধনের কারণ হইয়া থাকে। আত্মহত্যার দ্বারা কখনও কৃষ্ণ পাওয়া যায় না।

হরিভজনপিপাসু ব্যক্তিগণ গুরুবৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট থাকিবেন। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া সর্ব্বদা শ্রীনাম কীর্ত্তন করিবেন। অসৎসঙ্গ হইতে কায়মনোবাক্য দূরে থাকিবেন।

যাহার প্রকৃত বৈষ্ণবে রতি নাই, যে বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব চিনিতে পারে না, সেরূপ ব্যক্তি মহাপ্রভুর কাছে ভোগ লইয়া গেলেও তাহা মহাপ্রভু গ্রহণ করেন না। মহাভাগবত বৈষ্ণবের যে জিনিষটি ভাল লাগে তাহা তাঁহাকে প্রদান করিলে মহাপ্রভুর ভোগ হয়। কৃষ্ণ তাঁহার প্রকৃত ভক্তের মুখেই আস্বাদন করেন। বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে মন মলিন হয়, তাহাতে ভজনের ব্যাঘাত হয়। মহাভাগবত বৈষ্ণবই ভাল ভাল দ্রব্য গ্রহণ করিবেন। ❑

শ্রীগৌরের সেবা আলোকে রাধাকৃষ্ণের প্রসন্নতা

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)

স্থান—চাঁপাহাটি, ঋতুদ্বীপ, তাং ২৪/৩/২০১৩

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের শ্রীচরণকমলে নিত্য-সেবা প্রার্থনা করে আজ আমরা ধাম পরিক্রমার তৃতীয় দিবসে এখানে (ঋতুদ্বীপে) ভগবানের কথা শ্রবণ কীর্ত্তন করতে এসেছি।

ভগবানের ভগবত্তার বিচারে ভগবান কৃষ্ণকে সর্ব আরাধ্য শিরোমণি বলা হয়। কিন্তু ভগবান শক্তির দ্বারা নন্দিত হ'ন বলে বা তাঁর শক্ত্যানন্দিত্ব রয়েছে বলে তাঁর শক্ত্যানন্দিত্বের গুণে তিনি সবাইকে attract করেন। জগতে যত অবতারলীলা রয়েছে ভগবানের সব শক্তি বিশেষ। এই অবতারলীলা করে আবির্ভূত হয়ে জীবকে পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের পরিধি জানিয়েছেন। শ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ সেবা গৌড়ীয়দের একটা মহারসিকজন সম্বন্ধে পরিচয় দান করে।

শ্রীগৌরসুন্দর তিনি বিরহী তাই তিনি শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার মতোই শ্রীগৌরগদাধরের লীলা সম্পুটে সমৃদ্ধ। লীলা সম্পুটে সমৃদ্ধ বলে তাঁর লীলা কথা শুনে গৌড়ীয় ভক্তগণ যাঁরা বিরহী শ্রীগৌরসুন্দরের ভক্তগণের ভক্ত যাঁরা, তাঁর ভক্ত তাঁরাও বিরহী। এই বিরহী ভক্তগণের প্রাণস্পর্শে যে লীলার আবির্ভাব করানো দরকার তারা তাঁদের দ্বারা লীলা করিয়েছেন আর তাঁদের দ্বারা নিজে পূজিত হয়েছেন। সেজন্য আমরা আগে শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রসন্নতার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ব না। কলিযুগে আমাদের ব্যস্ততা দেখানো উচিত শ্রীগদাধরের আনুগত্যে থেকে শ্রীগৌরের সেবায়। গৌরের সেবা মানে অনন্তদেবও যার সেবা করে শেষ করতে পারেননি।

স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌরগদাধর পক্ষচর।
শৃণু গৌরগদাধর চারুকথাং
ভজ গোদ্রুম কানন কুঞ্জ বিধুম্ ॥

—এই সমস্ত লীলা যে কত অদ্ভুত-এর ছিটেফোঁটা যাঁর মিলেছে একমাত্র তাঁর পক্ষেই অনুভব করা সম্ভব। গৌড়ীয় শ্রীগুরুবর্গ তাঁরা সব গৌররসিক এবং শ্রীগৌরগদাধরের লীলাতে যা প্রকাশিত হয়েছে আত্মসর্বস্ব দিয়ে তাঁরা উপাসনা করে গেছেন। এই যে স্থান আমরা দেখছি তা 'ঋতুদ্বীপ'। ঋতু দ্বীপ মানে এখানে সবসময় সব ঋতু বিরাজ করেন। কেন বিরাজ করেন?—শ্রীগৌরগদাধরের লীলাকে সংঘটিত করবার জন্য এবং শ্রীগৌরগদাধরের লীলাকে পরিপূর্ণতম-রূপ দেবার জন্য এবং শ্রীগৌরগদাধরের এই মোহন মাদন লীলা—এখানে দুটোই আছে।

শ্রীগৌরগদাধরের লীলাতে গৌরতত্ত্ব তিনি কৃষ্ণ থেকে বেশী অধিক মূল্যবান হয়েছেন। জগৎ জীবের ভাগ্যে কোনটা বেশী দরকার?

বিরহী লীলাই দরকার। সেজন্য শ্রীগৌরগদাধরের লীলার সম্পুট বিস্তার করেছেন এই স্থানে। এই স্থান হলো ঋতুদ্বীপ। ঋতুদ্বীপের যে সমস্ত কথা শুনলেন আপনারা বীজাকারে তা বলা হয়েছে। সেগুলো elaborate করে বললে অনেক কথা বলার আছে। অনেক কথা আছে মানে, আজ শুনব কাল শুনব না এরকম নয়; একদম জীবন সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত শুনতে হবে। শ্রবণ করতে করতে আমাদের হৃদয়ে ভক্তদের বিরহ ভগবানের বিরহ জাগ্রত হলে হৃদয়টা উপশম হয়। এমন শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীগৌরগদাধরের বিগ্রহ স্থাপন করে রাধাকুণ্ড অভিন্ন শ্রীগৌরগদাধরের লীলাবিলাসস্থলী এইস্থান তা প্রকাশ করেছেন। এইস্থান শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সারা জীবনের তপস্যার ফলস্বরূপ। গুরুমহারাজ একসময় বলেছিলেন পুরীতে যে আমাদের মঠ রয়েছে সেটা গোবর্দ্ধন অভিন্ন স্থানে রয়েছে। এখানে যত বাজনা বাজুক জগন্নাথ ক্ষেত্রে সব কৃষ্ণ Centric আর যত উৎসবাদি হোক সব কৃষ্ণ Centric. সেজন্য সমুদ্র দেখে যমুনা জ্ঞানে যেমন মহাপ্রভু উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন তার প্রণয়ীর ধর্মে তেমনি জগতে যত কিছু রাখা আছে দেখা যাচ্ছে সব নিত্যসিদ্ধ প্রণয় এবং নিত্যসিদ্ধ প্রণয়ীর লীলাস্থলী হিসাবে বিদ্যমান। এটা শ্রীগৌরসুন্দর না আসলে কেউ জানতে পারত না। শ্রীগৌরগদাধরের সেবা ছাড়া কেউ উপলব্ধি করতে পারত না। উপলব্ধ সত্যকে বাস্তবায়িত করেছেন যে সমস্ত গুরুবর্গ তাদের চরণে আমাদের শত শত প্রণাম নিবেদন করি আর এই সমস্ত স্থানে যে শ্রীগৌরগদাধর আছেন তাঁরা মহাপ্রভুর ভক্তগণের আবির্ভাব করানোর আগেও আবির্ভূত ছিলেন। সেই

নিত্যসিদ্ধ শ্রীগৌরগদাধর দ্বিজ বাণীনাথের সেবিত মহাপ্রভুর সমসমায়িক। পাক্কা ব্রাহ্মণ ছিলেন তিনি। বৃক্ষাদি হতে চাঁপাফুল বেছে বেছে নিয়ে আসতেন। চাঁপাফুল ছাড়া তিনি পূজা করতেন না। হলুদ হলুদ স্বর্ণবর্ণের চাঁপা দিয়ে তিনি সুন্দর গৌরের পূজা করতেন। তারপর শ্রীগৌরসুন্দর তাকে চাঁপাফুলের বর্ণ ধারণ করে দর্শন দিয়েছিলেন। এইরকম লীলা প্রকশিত হয়েছে তার জগতে।

পরমারাধ্যতম গুরুবর্গের কৃপায় আমরা দুই জায়গায় শ্রীগৌরগদাধরের সেবা পেয়েছি। এক হচ্ছে শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি মঠে আর এক পুরীতে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে। এর বৈশিষ্ট্য যারা উপলব্ধি করবেন তারা আরও লোলুপ হয়ে গৌরগদাধরের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন।

"বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥" ❑

সাধুর শাসন বাক্যে অরুচি এ আর এক ব্যাধি

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

ব্যবহারিক জগতে আমরা বুঝি সাধু শান্ত প্রকৃতির হন। কখনই কারুর উপরে ক্রোধ করেন না। সাধু সর্বদা মিষ্টভাষী ও নম্র স্বভাব যুক্ত। এই সকল কথা সত্য হলেও কিছুটা অংশে ভুল। সাধু সহিষ্ণু হয়েও অপরের দুঃখে অসহিষ্ণু। তিনি শান্ত হয়েও অশান্ত এবং নম্র স্বভাব সম্পন্ন হয়েও সর্বদা কঠোর। এ সম্বন্ধে শাস্ত্রেও দেখা যায় সাধু— ''বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুণি কুসুমাদপি'' অর্থাৎ বাহ্যতঃ সাধু খুব নম্র ও কোমল স্বভাব সম্পন্ন হয়েও ভিতরে তিনি গম্ভীর ও কঠোর। নিত্য ও সত্যবস্তুর প্রতি নিষ্ঠা বিষয়ে তিনি দৃঢ় এবং উহার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তিনি কঠোর। সেক্ষেত্রে তিনি মন যোগানো কথায় 'হ্যাঁ' তে 'হ্যাঁ' এবং 'না' তে 'না' করেন না। দুঃখী জীবের চরম মঙ্গল সাধন বিষয়ে তিনি কঠোর থেকেও কঠোরতর। ভগবান ইহজগতে শাস্ত্র এবং সাধুকে রেখেছেন বদ্ধজীবকে কৃপা করবার জন্য। এই দুই-এর মাধ্যমে শাসন করে তিনি জীবের গতি দান করেন।

নারদ ঋষি বাহ্যতঃ কত মধুর, সর্ব্বদা বীণাযন্ত্র নিয়ে হরিনাম গানে মত্ত থাকেন। জীবের প্রতি তাঁর করুণার কোন শেষ নেই। প্রজাপতি দক্ষের বহু পুত্রকে সুন্দর সুন্দর উপদেশ দানে নিবৃত্তি মার্গে নিয়ে গেছেন। তার জন্য তাঁকে দক্ষ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হতে হয়েছিল। কৃপাময় ও ক্ষমাশীল সাধু তাতে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হন নাই। অন্যের দেওয়া দণ্ডকে মাথায় নিয়ে তিনি ভবঘুরে। অনেককে ভগবৎ ভজনে লাগাতে পেরে তিনি খুশী। এতসব গুণ থাকা সত্ত্বেও তিনি কঠোর। কোনও সময় মন্দাকিনী নদীতে বিবস্ত্র অবস্থায় স্ত্রীগণ সহ বিহাররত কুবেরের দুই পুত্র নলকুবর ও মণিগ্রীব তাঁর সম্মুখীন হয়েছিল। রুদ্রের অনুচর হয়েও ঐশ্বর্য্যমদ-মত্ত ঐ দুইজনকে দেখে নারদের ক্রোধ হয়। আচ্ছাদিত চেতন স্বরূপ স্থাবর দেহ লাভ করার বিষয়ে তিনি অভিশাপ দান করেন— ''তোমরা বৃক্ষযোনি প্রাপ্ত হও''। ঐরূপ দণ্ড বা শাসন বাক্য তাঁদের ভাগ্যে পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন সৌভাগ্য দান করেছিল।

দেবর্ষির শাপে কুবেরের ঐ দুই পুত্র গোকুলে যমলার্জ্জুন বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শতবর্ষ তারা রোদ-বৃষ্টি-ঠাণ্ডা সহন করে এক কঠোর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শ্রীনারদের কৃপায় তাঁদের পূর্বস্মৃতি জাগ্রত ছিল। শত বৎসর পর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবাক্য সত্য করার উদ্দেশ্যে বাল্যলীলাচ্ছলে ঐ দুই বৃক্ষকে উৎপাটিত করেন। দিব্য দেহ ধারণ করে ঐ দুইজন সর্বেশ্বর অবতারী শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন পান এবং স্তব করেন। ভগবানের ইচ্ছায় তাঁদের দুইজনের ভগবৎ চরণে রতি লাভ হয়। এক্ষেত্রে শাসন দণ্ড যেমন ছিল কঠোর তেমনি বৃক্ষযোনীর কষ্টভোগও ছিল অসহনীয়। কিন্তু শেষে প্রাপ্তিটা দাঁড়াল সর্বোত্তম। সাধুর শাসন বাক্য কঠোর এবং তিক্ত হলেও এইরূপে ভাগ্যের চরমসীমায় তাঁদের পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁরাও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে সাধুর শাসন বাক্য কত মধুর।

সাধুর শাসনের মধ্যে কৃপা নিহিত থাকে। শুধু তাই নয়, সাধুর বিশেষ কৃপা বর্ষিত হয় শাসনের মাধ্যমে। সাধু যখন কাউকে বিশেষভাবে কৃপা করতে চান তখন তাঁর কৃপাটি শাসন বা দণ্ডের আকার ধারণ করে এবং এই দণ্ডযুক্ত কৃপাটি

অমায়িক। এতে সাধকের শাসন গ্রহণ যোগ্যতা ধরা পরে। প্রকৃষ্ট কৃপা বরণের সুযোগ আসে। এইরূপ কৃপাটি অহৈতুকী কৃপা বলে কথিত হয়। নারদ মুনি কুবেরের দুই পুত্রকে অহৈতুকী কৃপা করেছিলেন। এক্ষেত্রে ঐ দুইজন কৃপাপ্রার্থী ছিলেন না বা দেবর্ষি নারদের প্রতি এমন কোনও কার্য্য করেন নাই যার ফলে নারদের কৃপা করাটা অনিবার্য হয়েছিল। তথাপি সাধুর অন্তঃস্থলে অবস্থিত করুণাগুণ ঐ দুজনের ঐশ্বর্য্য মদান্ধতা দূরীকরণে বাধ্য করেছিল। নারদের শাপপ্রদান দোষণীয় হয় নাই। বরং তাঁর হৃদয়ের উদারতা সম্যকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল এখানে এবং ঐ দুই ভাই ও নতমস্তকে সাধুর শাসন বাক্য স্বীকার করেছিল।

আর এক ঘটনা স্কন্দপুরাণে নারদ-ব্যাধ সংবাদে আমরা পাই। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলায় চর্তুবিংশ পরিচ্ছেদে এর উল্লেখ করেছেন। নিষ্ঠুর ব্যাধ পশু শিকার করতে গিয়ে হরিণাদি প্রাণীকে একটি তীর মেরে ছেড়ে দিতেন, প্রাণে মারতেন না। বরং ঐ পশুটিকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখে খুশী হতেন। নারদের কৃপায় পরবর্ত্তীকালে ঐ ব্যাধ একটি পিপীলিকাকেও পর্যন্ত উদ্বেগ দান করা বিষয়ে নিবৃত্ত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে নারদের স্নেহ উক্ত ব্যাধকে ভজনরাজ্যে প্রবেশ করিয়েছিল এবং অদ্ভুতভাবে অহিংসাদি গুণ তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু নলকুবর ও মণিগ্রীব নারদের শাসনের দ্বারা ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর কৃপালাভে সক্ষম হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে শাসন দণ্ড যেমন ছিল তীব্র তেমনি প্রাপ্তি ছিল চরম। এখানেই বোঝা যায় স্নেহ অপেক্ষা শাসনের মাধ্যমে কৃপার গভীরতা কত বেশী।

উপরোক্ত দুইটি ঘটনা ব্যতীত শাস্ত্রে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে, যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি স্নেহ অপেক্ষা শাসনের গুরুত্ব বা ফল অনেক বেশী। পঞ্চপাণ্ডবের বংশে আগত ধার্মিক রাজা পরীক্ষিত শমিক ঋষির পুত্র শৃঙ্গী কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে পরীক্ষিতের নির্বেদ এত শীঘ্র সম্পন্ন হত না যদি ঐরূপ ভয়ঙ্কর শাসন দণ্ড তাঁর মস্তকের উপর এসে না পড়ত। বলি মহারাজের অসীম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা গুণের প্রকাশ এবং নিজ মস্তকে ভগবৎ চরণ স্পর্শলাভ সম্ভব হতো না যদি বামনদেব তাঁর প্রতি দণ্ড প্রদান না করতেন। অম্বরীশ মহারাজের সম্বৎসর কালব্যাপী একাদশী ব্রত যাজনের প্রকৃষ্ট ফল দেওয়ার জন্যই ভগবান দুর্বাশা ঋষির শাসন দণ্ডের সম্মুখীন করেছিলেন সেই রাজাকে। ভবব্যাধি নাশে চতুর ভক্তবৎসল ভগবান ব্যাধির তীব্রতা দেখে নিজে অথবা কোন সাধুর মাধ্যমে শিশুর চোখে বলপূর্বক অঞ্জন প্রদানের ন্যায় কটু ঔষধ প্রয়োগ করেন। সেক্ষেত্রে ঐরূপ কঠোরতাকে মাতা-পিতার ঘুমন্ত শিশুকে দুগ্ধ পান করানোর জন্য নখাঘাত প্রদানের সঙ্গে তুলনা করেছেন শ্রীমদ্ভাগবতের টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ। আরও শত শত দৃষ্টান্ত রয়েছে এই শাসন বিষয়ে।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর লীলায় শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি, ছোট হরিদাসের প্রতি, মুকুন্দ দত্তের প্রতি যে বাক্যদণ্ড প্রয়োগ করেছিলেন ভক্তি জগতের ভাগ্যবান সাধকগণ আজও তার সুফল দেখতে পান। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ শ্রীজীবগোস্বামীপাদের উপর শাসন দণ্ড দিয়ে তাকে সংশোধন করেছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত তাঁর শিষ্য শ্রীহৃদয়চৈতন্যকে শাসন করেছিলেন। শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবার কালে স্নেহ প্রদর্শন করেন নাই। স্নেহের পরিবর্তে উদাসীনতা ও ছলনা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁকে কৃপা করেছিলেন। সেই ছলনার দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদ অনেক বেশী উপকৃত হয়েছিলেন আর তাঁর পরবর্ত্তী আচার্যগণের শাসনরূপ কৃপার কথা স্বল্প হলেও শোনা যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় শাসন বলে জিনিষটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সাধুর শাসনে আমাদের বিশেষ ভাবে অরুচি রয়েছে। অথচ শাস্ত্র শাসন অপেক্ষা সাধুর শাসন বেশী effective.

আজও গৌড়ীয় গুরুবর্গ সাধকদের কৃপা করেন। সেই সকল কৃপার মধ্যে বেশীর ভাগ স্নেহময়ী কৃপা লক্ষিত হয়। তার মূল কারণ স্নেহময়ী কৃপার চাহিদা বেশী। শাসন যোগ্য সাধক খুব কম। স্নেহ প্রাপ্তির দিকেই সাধকের ঝোঁক বেশী। শাস্ত্রে দুই প্রকার কৃপার উল্লেখ দেখা যায়—সাধনজ ও প্রসাদজ। প্রসাদজ কৃপাটি দুর্লভ। বুদ্ধিমান সাধক তার জন্য অপেক্ষায় বসে থাকেন না। সাধনজ কৃপা অপেক্ষাকৃত সহজ হলেও ভাগ্যের জোর না থাকলে এ পথেও সিদ্ধিলাভ সহজ হয় না। কারণ এই ধরণের কৃপা স্নেহ ও শাসন—এই দুই এর মাধ্যমে আসে। সাধক বেশীরভাগ ক্ষেত্রে স্নেহাকাঙ্খী হয়ে ভজন করে এবং শাসন সহ্য করতে পারে না। কিন্তু শাসনটি স্নেহের পরিপক্ক অবস্থা। এর দ্বারা Positive

কৃপাটি আসে। অপরপক্ষে কেবল স্নেহময়ী কৃপা ক্ষেত্র-বিশেষে দুইধারায় বিভক্ত হয়। একটি Whole-herted কৃপা এবং অপরটি বঞ্চনাময়ী কৃপা। সাধুর স্নেহকে ধরতে না পেরে বেশীরভাগ সাধক বঞ্চনাময়ী কৃপায় লুব্ধ হয়ে প্রকৃষ্ট কৃপা লাভে বঞ্চিত হন। প্রকৃষ্ট কৃপা বা Positive কৃপা আসে শাসনের মাধ্যমে। সেক্ষেত্রে সাধক শ্রেষ্ঠ কৃপার পাত্র হতে পারে। তাকে বঞ্চনার মধ্যে পড়তে হয় না। শাসন সাধক জীবনকে শীঘ্র ভজনময় করে তোলে। অথচ সাধুর শাসন আমাদের অরুচি। এই অরুচি ভক্তি সাধকের আর এক প্রকার ব্যাধি।❑

পঞ্চঋণ

শ্রীসদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

ঋণ কথার অর্থ কর্জ, ধার, দেনা, উপকারাদি হেতু কৃতজ্ঞতারূপ বন্ধনকে বোঝায়। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি অভাবের তাড়নায় অভাব মিটাতে ব্যস্ত। কখনো সে নিজের চেষ্টায় সেই বস্তু সংগ্রহ করে অথবা অপরের নিকট হতে ধার করে সংগ্রহ করে থাকে। এ সংসারে অভাব নাই এমন একটিও লোককে খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারণ এই সংসারটা অনিত্য, নশ্বর, ধ্বংসশীল। সুতরাং অভাবময় এই সংসারে অভাব অগ্নির লেলিহান জিহ্বা সারা বিশ্বকে গ্রাস করে ফেলেছে। এ সংসারে যারা মনে করে আমরা ধনী, আমরা কারও বশ্যতা স্বীকার করব না, অপর সকলে আমার বশ্যতা স্বীকার করুক—তারাও ঋণগ্রস্ত। ঋণ বা দেনার হাত হতে কারও মুক্তি নাই। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান এই বিশ্বকে এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন সমাজে বাস করতে গেলে প্রত্যেককে প্রত্যেকের উপর নির্ভর করতে হবে। সুতরাং প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছে ঋণী।

জন্ম থেকে বদ্ধজীবগণ দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃ-মাতৃঋণ, নৃঋণ ও ভূতঋণ রূপ পঞ্চঋণের দ্বারা বশীভূত হয়ে থাকে। এই পঞ্চঋণই নিম্নে আলোচিত হলো—

ক) দেবঋণ ঃ—দেবগণ স্বর্গলোকে অবস্থিত। তাঁরা আমাদেরকে বেঁচে থাকবার অনুকূলে নানাবিধ ভোগোপকরণ সংগ্রহে সাহায্য করেন। তাঁদের কৃপা ছাড়া সেই বস্তুগুলি কোন মানবের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। যেমন চন্দ্রদেবতা স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না দান করেন, দেবরাজ ইন্দ্র বারি দান করেন, পবন দেবতা বায়ু দান করেন। অন্যান্য দেবতাগণ এইরূপে মানবের নানাপ্রকার ভোগোপকরণ দান করে থাকেন। তাই মানুষগণ দেবতাদের কাছে ঋণী।

খ) ঋষিঋণ ঃ—ঋষিগণ সংসার সুখ ত্যাগ করে বহু বৎসর ঈশ্বর আরাধনা করে ঈশ্বর ভজন উপযোগী উপলব্ধ বিষয় আচরণের দ্বারা যে সকল শাস্ত্র লিখে গেছেন তাতে মানবগণের চরম মঙ্গলময় উপদেশ প্রদান করেছেন। সেই সকল উপদেশ অনুসরণ করে অনভিজ্ঞ মানবগণ পরম মঙ্গল লাভ করতে পারেন। সুতরাং আমরা ঋষিগণের কাছে ঋণী।

গ) পিতৃ-মাতৃঋণ ঃ—মাতা-পিতা ছাড়া বদ্ধজীবের জড়দেহ লাভ সম্ভব নয়। পিতা-মাতার কৃপায় আমরা এই সংসারে এসেছি। তাদের কৃপালাভের অভাব হলেই আমাদের জীবন সংশয়। তাদের কাছ থেকে আমরা যে কত সুযোগ সুবিধা পাই তা বলে শেষ করা যাবে না। মাতাপিতা সন্তানকে শিশুকাল হতে বিভিন্ন কষ্ট স্বীকার করে লালন-পালন করে বড় করে তোলে। সুতরাং আমরা পিতৃ-মাতৃ ঋণে ঋণী।

ঘ) নৃঋণ ঃ—নৃঋণ বা আপ্তঋণ। এই সংসারে আমরা একে অপরের সাহায্য বিনা থাকতে পারি না। আমরা অপরকে যেমন সাহায্য করে থাকি তেমনি অপরের কাছ থেকে সাহায্যও পেয়ে থাকি। আত্মীয়-স্বজন-বন্ধু-বান্ধবাদি আমাদের সংসার নির্বাহ কার্যে বহুরূপে সাহায্য করে থাকেন। সুতরাং তাদের নিকট আমরা ঋণী।

ঙ) ভূতঋণ ঃ—আমরা সংসার নির্বাহকালে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের নিকট হতে অনেক উপকার পেয়ে থাকি। কতকগুলি পশু-পক্ষী সাক্ষাৎভাবে এবং কতক-গুলি পরোক্ষভাবে উপকার করে থাকে। কতকগুলি পশুর নিকট আমরা এত বেশী উপকার পেয়ে থাকি, তাদেরকে অন্নদাতা পিতা-মাতা রূপে সম্মান করি। গরু, মহিষ, বিড়াল, কুকুর আদি প্রাণীগণ আমাদেরকে

বিভিন্নভাবে উপকার করে থাকে। সুতরাং আমরা তাদের নিকট ঋণী।

এই পঞ্চঋণ হতে মুক্ত পাবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যত্ন নেওয়া প্রয়োজন। এই ঋণ হতে মুক্ত হতে না পারলে অবশ্যই নরকে যেতে হয়। এই পঞ্চঋণ মুক্ত হবার জন্য মনুসংহিতা পঞ্চপ্রকার বিধান দিয়েছেন—

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞ পিতৃ যজ্ঞস্তু তর্পণম্।
হোমোদৈব বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনম্ ॥
(মনুসংহিতা)

অর্থাৎ ক) ঋষিগণের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়নের দ্বারা ঋষিঋণ শোধ হয়। খ) দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ শোধ হয়। গ) বিবাহ দ্বারা পুত্র উৎপাদন পূর্বক পিতৃতর্পণের দ্বারা পিতৃঋণ শোধ হয়। ঘ) অতিথি-দের অন্নদান রূপ সৎকারের দ্বারা নৃঋণ শোধ হয়। ঙ) প্রাণীগণকে খাদ্যাদি দিয়ে প্রীতির ব্যবহার করলে ভূত-ঋণ শোধ হয়।

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে ঋণশোধের সুন্দর ব্যবস্থা দিলেও এই ব্যবস্থাকে চরম ব্যবস্থা বলা যাবে না। কারণ আমরা পঞ্চদ্বারে প্রতিদিন নতুন নতুন সুযোগ চেয়ে নিচ্ছি। শুধু এই জন্মেই নয় অনাদিকাল হতে লক্ষ লক্ষ দেহ লাভ করে এসেছি। প্রত্যেক জন্মেই পাঁচপ্রকার দেনায় বা ঋণে আবদ্ধ হয়েছি। আমার দেনা শুধু আমাকে এই জন্মেই নয় বহু জন্মের দায়ে ফেলেছে। যদি ঋণের একটা পরিমাণ হয় তাহলে শোধ দেওয়া যায়। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ঋণ না করলে চলে না, সেই ঋণ কখনও শোধ হবার নয়। যেমন পূর্ব পূর্ব জন্মের পিতৃঋণ শোধ হতে না হতেই জন্মলাভ করতে হচ্ছে। আবার নতুন পিতার ঋণ পড়ল, আবার সেই ঋণ শোধ হতে না হতেই পরজন্মের ঋণ এসে উপস্থিত হয়। সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে পাগল হতে হয়। তবে উপায় কি?

এই পঞ্চযজ্ঞ যথাসম্ভব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে চেষ্টা করলেও ঐ পঞ্চঋণ হতে কখনও সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া যায় না। কারণ ঐ যজ্ঞ করলে কিছু কিছু ত্রুটি থেকেই যায়। তাই যজ্ঞ সম্পাদনের সুফল সম্পূর্ণভাবে লাভ করা যায় না। এই অবস্থায় আমরা যখন কূলকিনারা না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে পড়ি, তখন অপর একজনের আশা-ভরসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তিনি হলেন সর্বকারণের কারণ শ্রীভগবান। যিনি সকলের মূল, সকলের রক্ষক, সকলের পালক ও নিয়ন্তা। চরাচর দৃশ্যাদৃশ্য সকল লোক যার হতে উদ্ভুত। কি দেবতা বলুন, কি পিতৃগণ বলুন, কি মানবকুল বলুন, কি ভুতসমূহ বলুন—সকলই তাঁর হতে জাত ও রক্ষিত। সুতরাং আমরা যদি একাগ্র চিত্তে সকল ঋণ ফেলে তাঁর চরণ সেবায় নিযুক্ত হয়। তাহলে আমাদের ঋণের চিন্তা বিন্দুমাত্রও থাকে না। এইজন্য বুদ্ধিমান জন জগতের কামনা-বাসনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে পরম আশ্রয়ণীয়, পরম আরাধনীয়, সর্বেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শরণাগত হয়ে ঐকান্তিকভাবে তাঁর ভজন করেন। একমাত্র তাঁকে ভজন করলেই সমস্ত ঋণ হতে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়া যায়। এই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে নবযোগেন্দ্র সংবাদে আমরা পাই—

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম ॥
(ভাঃ ১১।৫।৪১)

করভাজন ঋষি নিমি মহারাজকে বললেন—হে রাজন্! যিনি অহংকার পরিত্যাগ করে সর্বতোভাবে পরমশরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হন, তিনি সাধারণ মানুষের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূতগণ, স্বজন বা পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণগ্রস্ত হন না।

কাম ত্যজি কৃষ্ণ ভজে শাস্ত্র-আজ্ঞা মানি।
দেব-ঋষি-পিত্রাদিকের কভু নহে ঋণী ॥
(চৈঃ চঃ মঃ ২২।১৪০)

আমরা অজ্ঞ, তাই বৃক্ষের মূলদেশে জল না দিয়ে বৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় জল দেবার জন্য ব্যস্ত হই। প্রতিদিন ''তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্টিং''—এই শাস্ত্রবাণী মুখে আওড়াই বটে কিন্তু ভগবান ছাড়া অন্য জীবকে বা বস্তুকে পৃথক বুদ্ধি করতে ছাড়ি না। ভাবি সেই সকল বস্তু অসন্তুষ্ট হলে আমাদের উপায় কি? কিন্তু আমি এ কথা ভুলে যায় যে ভগবানের সত্ত্বায় সকল সত্ত্বা, তাঁর দয়ায় সকলে জীবিত। তিনি অসমোর্দ্ধ পুরুষ। এ জগতে যা কিছু আছে সকলই তাঁকে আশ্রয় করে আছে। সুতরাং তাঁর সেবার দ্বারাই সকল ঋণ হতে মুক্ত হওয়া যায়। ❑

শারদীয়া দুর্গোৎসবে সপ্তদিবসীয় "গৌড়ীয় দর্শন" সম্বন্ধীয় বক্তৃতা

প্রথম দিবস, তাং —৩০শে আগষ্ট, ২০১৪

আলোচ্য বিষয়—গৌড়ীয় দর্শনে 'গুরুতত্ত্ব'

সংগ্রাহক ঃ শ্রীপাদ ভক্তিনিষ্ঠ মধুসূদন মহারাজ, কলকাতা

যিনি জগতের সকল বস্তুকে শ্রীকৃষ্ণ সেবার উপকরণরূপে দর্শন করেন, নিজে ভোক্তা না হয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভোগ্যরূপে নিজেকে জ্ঞান করেন, যিনি অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন শিক্ষাপ্রদাতা, শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা প্রিয়জন, বাস্তব সত্য প্রদর্শনের transparent medium, তিনিই শ্রীগুরুপাদপদ্ম। তিনি পারমার্থিক শিক্ষাপ্রদাতা। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রে ২৪ প্রকার গুরুর নিকট শিক্ষার কথা উল্লেখ থাকলেও শ্রবণগুরু, দীক্ষাগুরু ও শিক্ষাগুরু রূপে গুরুকে তিনপ্রকারে ভাগ করা যায়। পরব্রহ্ম ও শব্দব্রহ্মে নিষ্ণাত নীরাগ বক্তা, যাঁর উপদেশ শ্রবণের দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সকল সন্দেহ নিরাকৃত হয়ে শ্রীভগবানের সেবায় চিত্ত উন্মুখ হয়, তিনি ''শ্রবণগুরু''। এইরূপ বহু শ্রবণগুরুর মধ্যে আবার যাঁর বা যাঁদের নিকট ভজন শিক্ষা লাভ করা যায়, তিনি ভজন ''শিক্ষা গুরু''। বহু সাধু বা শ্রবণগুরুর মধ্যে একজনই অভিষ্টদেবরূপে শ্রীমন্ত্রদীক্ষা দাতা গুরুদেব হন। তিনি শিক্ষাগুরু রূপে ভজনশিক্ষাও দিতে পারেন, অথবা অন্যান্য শ্রবণগুরুগণও ভজন শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু ইনারা সকলেই শিক্ষাগুরু।

শ্রবণগুরু ও ভজন শিক্ষাগুরু প্রায়ই এক অর্থাৎ শ্রবণগুরু ভজন শিক্ষাগুরুও হয়ে থাকেন। এই শ্রবণগুরুর সমীপে অবস্থানপূর্ব্বক তাঁকে নিজের জীবনসর্ব্বস্ব ও নিজ অভিষ্ট দেবতারূপে উপলব্ধি করে ও দম্ভরহিত আনুগত্য সহকারে ভাগবত ধর্ম্ম শিক্ষা লাভ করা উচিত।

শিক্ষাগুরুকে ত' জানি কৃষ্ণের স্বরূপ।
অন্তর্য্যামী, ভক্তশ্রেষ্ঠ—এই দুই রূপ ॥
(চৈঃ চঃ আ-১।৪৭)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন—

দীক্ষাগুরু কৃপা করি মন্ত্র উপদেশ।
করিয়া দেখান কৃষ্ণ-তত্ত্বের নির্দ্দেশ ॥
শিক্ষাগুরুবৃন্দ কৃপা করিয়া অপার।
সাধকে শিখান সাধনের অঙ্গসার ॥
(কল্যাণকল্পতরু—১১,১২ পৃঃ)

গুরু একটি তত্ত্ব, কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়। তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব বেত্তা। শাস্ত্রে বলেছেন—

''কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয় ॥''
(চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৮)

আবার এই প্রসঙ্গে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বলেছেন,—

সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্ত শাস্ত্রৈ-
রুক্তস্তথা ভাব্যত এব সদ্ভিঃ
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য
বন্দেগুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্।

অর্থাৎ তিনি একধারে সাক্ষাৎ হরি আবার তিনি হরির পরম প্রিয়জনও বটেন। তাই জগৎগুরু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর 'গৌড়ীয় দর্শন'-বক্তৃতায় 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে বলেছেন—

১) শ্রীগুরুদেব অভেদ বিচারে উপাস্য পরাকাষ্ঠা এবং ভেদবিচারে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজন।

২) তিনি আশ্রয় জাতীয় তত্ত্ব এবং শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়তত্ত্ব।

৩) তিনি সেবক ভগবান এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বা সেব্য ভগবান।

৪) তিনি স্বয়ংপ্রকাশ প্রাকট্য এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ।

৫) তিনি রাগমার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি অভিন্না বার্ষভানবী প্রকাশ বিগ্রহ।

৬) তিনি কৃষ্ণানন্দ স্বরূপ।

৭) তিনি শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মে স্নাত অর্থাৎ অনুভবপ্রাপ্ত।

৮) তিনি একমাত্র শ্রৌতবাণীর ধারক, বাহক এবং প্রচারক।

৯) তিনি নিত্যতত্ত্ব।

১০) শ্রীগুরুদেব কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী বা কোনো প্রকার অন্যাভিলাষী কিম্বা মিছাভক্তশ্রেণীর কেউ নন। তিনি লীলাপুরুষোত্তমের লীলার নিত্যসঙ্গী।

১১) ভগবানের কৃপালীলায় মুখ্য পরিচালক তিনিই।

তাই পুরাণে কথিত আছে—

''যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥''

(শ্বেতাশ্বেতর উপনিষদ ৬।২৩)

—সেই গুরুদেব আমাদের কাছে আমাদের ন্যায় জড় শরীর ধারণ করতঃ বিচরণ করলেও তিনি ক্ষণবিধ্বংসী রক্তমাংসের পিণ্ডমাত্র নহেন—একথা শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং শ্রীভগবান শ্রীউদ্ধবকে জানিয়েছেন,—

''আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কহির্চিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ ॥''

(ভাঃ ১১।১৭।২৭)

হে উদ্ধব! গুরুদেবকে মৎস্বরূপ জানিবে। গুরুকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহার অবজ্ঞা করিবে না। গুরু সর্ব্বদেবময়।

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ বলেন—''সর্ব্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র শ্রীগুরুদেব স্বেচ্ছাবশতঃ মহান্তগুরুরূপে কৃপাপূর্ব্বক আমাদের নয়নপথের পথিক হন। আবার স্বেচ্ছাক্রমে অপ্রকট লীলা প্রকাশ করেন। প্রকট-অপ্রকট ভেদে উভয়লীলাতেই তিনি নিত্য। সুতরাং তিনি সর্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান করে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেছেন।''

শ্রীল আচার্যদেব বলেন—''বেদমূর্ত্তি-শ্রীকৃষ্ণ। সেই বেদবক্তা শ্রীল গুরুপাদপদ্ম।'' ❑

শারদীয়া দুর্গোৎসবে সপ্তদিবস ব্যাপী ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণী

সংগ্রাহক—রুক্মিণী দাসী (গোদ্রুম)

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃৎ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও তাঁর কৃপাশীর্বাদ শিরোধারণ করতঃ মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী পূজ্যপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে গত ৩০ শে সেপ্টেম্বর হতে ৬ই অক্টোবর, ২০১৪ পর্য্যন্ত প্রায় সপ্তদিবসব্যাপী মিশনের প্রধান কার্যালয় বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে পারমার্থিক ইষ্টগোষ্ঠী ক্লাস পরিচালনা করেন। বিভিন্ন শাখামঠ হতে আগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্ত ও মহিলাভক্তগণ উক্ত ক্লাসে যোগদান করেন। এছাড়া যারা উপস্থিত হতে পারেন নাই তারা Skype (Internet)-এর মাধ্যমে ক্লাসে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিদিন প্রায় ১০০ জন ভক্ত ক্লাস করেন। পূজ্যপাদ মহারাজ তিনটি পর্বে ক্লাস পরিচালনা করেন। সকাল ৮টা থেকে ৯.৩০মিঃ পর্য্যন্ত শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত ''শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'', বৈকাল ৩টা থেকে ৪.৩০মিঃ পর্য্যন্ত শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বিরচিত ''শ্রীভক্তিরসামৃত-সিন্ধুবিন্দু'' এবং সন্ধ্যা ৬টা থেকে ৭টা 'গৌড়ীয় দর্শনের' উপর সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারীগণ বক্তৃতা প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত গ্রন্থ আলোচনার পূর্বে পূজ্যপাদ মহারাজ ইষ্টগোষ্ঠী কি? কেন দরকার এবং তার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কি—এ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন—স্বজাতীয় আশয়যুক্ত ভক্তগণ একত্রে বসে প্রভুর নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি কীর্ত্তন ও প্রভুর সেবারূপ যে আলোচনা তাই ইষ্টগোষ্ঠী। ইষ্টগোষ্ঠী আলোচনার দ্বারা সাধকের সম্বন্ধজ্ঞানের সুদৃঢ়তা লাভ হয়। গ্রাম্যকথা বা প্রজল্প কমে যায় এবং সাধক কোমল শ্রদ্ধা থেকে দৃঢ়শ্রদ্ধার দিকে উন্নীত হয়। ইষ্টগোষ্ঠীর শাস্ত্রীয় প্রমাণ—

১। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি উদ্ধবের প্রতি—

মজ্জন্মকর্ম্মকথনং মম পর্ব্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদ্‌গৃহোৎসবঃ ॥

(ভাঃ ১১।১১।৩৮)

বঙ্গানুবাদ ঃ—মদীয় জন্মচরিত কীর্ত্তন, মদীয় পর্ব্ব-সমূহের অনুমোদন, গীত, বাদ্য, নৃত্য ও ইষ্টগোষ্ঠী সহকারে মদীয় মন্দিরে উৎসব করিবে।

২। প্রবুদ্ধ ঋষির উক্তি নিমি মহারাজের প্রতি—

পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদ্‌যশঃ।
মিথোরতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ ॥

(ভাঃ ১১।৩।৩০)

বঙ্গানুবাদ ঃ—ভক্তজনের সহিত মিলিত হইয়া তদীয় পূণ্যজনক যশোবিষয়ে পরস্পর অণুক্ষণ কীর্ত্তন, পরস্পর আত্মার অনুরাগ, পরস্পর তুষ্টি এবং পরস্পর যাবতীয়

দুঃখনিবৃতিও শিক্ষা করিবে।

৩। শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অর্জ্জুনের প্রতি—

মচ্চিত্তা মদ্‌গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥

(শ্রীমদ্ভগদ্‌গীতা—১০।৯)

বঙ্গানুবাদ ঃ—আমাতে সমর্পিত চিত্ত ও সমর্পিত প্রাণ যাঁহারা, তাঁহারা নিত্য পরস্পর আমার তত্ত্ব আলাপন করিয়া এবং কীর্ত্তন করিতে করিতে সাধন অবস্থায় ভক্তিসুখ এবং সাধ্যাবস্থায় রমণ সুখ লাভ করেন।

৪। অন্যোনে মিলি দুঁহে নিভৃতে বসিয়া।
প্রশ্নোত্তর গোষ্ঠী কহে আনন্দিত হঞা ॥

(চৈঃ চঃ মঃ—৮।২৪৩)

৫। ইষ্ট-গোষ্ঠী কৃষ্ণকথা কহি কতক্ষণ ।
প্রভুপদ ধরি রায় করে নিবেদন ।।

(চৈঃ চঃ মঃ—৮।২৬২)

৬। ৬৪ প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে ঃ—
রসিকৈঃ সহ শ্রীভাগবতার্থাস্বাদঃ

(ভঃ রঃ সিঃ বিঃ—৪৩ পৃঃ)

"শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত" গ্রন্থের ১ম থেকে ৪র্থ বৃষ্টির সংক্ষিপ্তসার ঃ—

শ্রীমদ্ভাগবত, বেদ, বেদান্ত উপনিষদ, অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্মশাস্ত্র ও অন্যান্য তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে মানব কল্যাণ-মূলক যে সকল উপদেশ রয়েছে, সেই সকল গ্রন্থের সার সংগ্রহ করে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর ''শ্রীশ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত'' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীধাম নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়ে যে সকল লীলাবিলাসাদির দ্বারা জগতের জীবদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তার মূলবিষয়—ভগবৎ প্রেমই জীবের নিত্যধর্ম। এই ধর্ম থেকে জীব কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। তিনি গার্হস্থ্যলীলায় নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গনে কীর্ত্তনবিলাস, নগর সংকীর্ত্তন, কাজী উদ্ধারাদি লীলা এবং সন্ন্যাস গ্রহণের পর পুরীতে শ্রীসার্বভৌম ভট্টাচার্য, দক্ষিণদেশে শ্রীবেঙ্কটভট্ট, প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামী, কাশীতে শ্রীসনাতন গোস্বামী ও শ্রীপ্রকাশানন্দ সরস্বতী আদিকে লক্ষ্য করে যে সকল শিক্ষা প্রদান করেছেন এবং প্রকট লীলার শেষভাগে বিপ্রলম্ভ রসাস্বাদনকালে শিক্ষাষ্টক রচনার দ্বারা যে সারগর্ভ শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেগুলি সহজ, সরল ও প্রাঞ্জলভাষায় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

এই গ্রন্থের প্রথম বৃষ্টিতে দশমূল শিক্ষার মাধ্যমে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সামান্যত পরমার্থ ধর্ম বর্ণন করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপবিচার, মায়া ও জীবের স্বরূপ, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত অচিন্ত্যভেদাভেদ সিদ্ধান্ত আলোচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম সাধনে বৈধী ভক্তি ও রাগানুগ ভক্তির উল্লেখপূর্বক রাগের অভাবে ক্রমপন্থায় ভক্তিলাভের পদ্ধতি এবং বর্ণাশ্রম ও দৈববর্ণাশ্রম ধর্মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্রমপন্থা—

উৎশৃঙ্খল জীবন—নিরীশ্বর নৈতিক জীবন—সেশ্বর নৈতিক জীবন—বর্ণাশ্রমধর্ম (গৌণবিধি)—দৈববর্ণাশ্রমধর্ম (মুখ্যবিধি)—বৈধীভক্তি—রাগভক্তি—ভাবভক্তি-প্রেমভক্তি।

উৎশৃঙ্খল জীবন থেকে ক্রমে ক্রমে বর্ণাশ্রম ও দৈব বর্ণাশ্রম ধর্মে ও বৈধী ভক্তির মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাই ক্রমাপন্থা।

পূজ্যপাদ সেবাসচিব মহোদয় পারমার্থিক ক্লাস নিচ্ছেন।

বর্ণাশ্রমধর্ম—স্বভাব ও অবস্থান ভেদে চারটি বর্ণ ও আশ্রমকে নিয়ে বর্ণাশ্রম ধর্ম। সুষ্ঠভাবে প্রবৃত্তি মার্গে চলবার জন্য বর্ণাশ্রম ধর্মের সৃষ্টি। বর্ণাশ্রম ধর্ম পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তিম ফল চিত্তশুদ্ধি।

দৈববর্ণাশ্রমধর্ম—বিষ্ণুসেবার জন্য আর্যঋষিগণ যে বর্ণাশ্রম ধর্ম তৈরী করেছেন তাকে দৈববর্ণাশ্রমধর্ম বলে। এখানে হরিগুরু বৈষ্ণব সেবা মূল কথা। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম বৈধী ভক্তি জীবনের ভিত্তি স্বরূপ। শ্রীমন্মহাপ্রভু দৈববর্ণাশ্রম ধর্মের কথা বলেছেন আর শ্রীল প্রভুপাদ এর প্রচার করেছেন। দৈববর্ণাশ্রমধর্ম শুদ্ধসত্ত্ব স্বরূপ উপলব্ধির সহায়ক হয়।

দ্বিতীয় বৃষ্টিতে গৌণবিধি সম্বন্ধে আলোচনা করা

হয়েছে। ভক্তিই মুখ্যবিধি, কর্ম ও জ্ঞান অনুশীলনই গৌণবিধি। কর্মের বিষয়ে পাপ পুণ্যের কথা বলা হয়েছে। বেদ নিষিদ্ধ কর্মের নাম পাপ আর বেদ বিহিত কর্ম পুণ্য। কর্ম আবার তিন প্রকার—বেদ বিহিত ক্রিয়া কর্ম, বেদে বিহিত কর্ম না করাকে অকর্ম, বেদে নিষিদ্ধ কর্ম করা কে বিকর্ম বা পাপ বলা হয়। গৌণবিধির তিনটি বিভাগ—

ক) জননিষ্ঠ-বিধি, খ) সমাজ নিষ্ঠ-বিধি, গ) পার-লৌকিক নিষ্ঠ বিধি। এই প্রসঙ্গে স্বভাব ও অবস্থান ভেদে বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধান এবং উহার বিষদ আলোচনা করা হয়েছে। সবশেষে ত্রৈবর্গিক ও অপবর্গিক ধর্মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আপবর্গিক ধর্মের মোক্ষ ও ভক্তিরূপ দুই ভেদ এবং তার মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ বিধি দেখানো হয়েছে। পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষরা ঈশ্বর সাধন করবার যে সকল পদ্ধতি

পারমার্থিক ক্লাসে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী

বিচারদ্বারা স্থাপনপূর্বক শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করে গেছেন সেটাই বিধি। যখন নিজের ভোগের উদ্দেশ্যে সেই বিধি পালন করা হয় তখন তা গৌণবিধি আর ভগবদ্ ভজনের বা সন্তোষ বিধানের উদ্দেশ্যে করলে তা মুখ্য বিধি।

তৃতীয় বৃষ্টিতে মুখ্যবিধি বা বৈধীভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ত্রৈবর্গিক ও অপবর্গিক ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অপবর্গিক ধর্মের দুটি দিক। মোক্ষ ও ভক্তি। ত্রৈবর্গিক ধর্মে স্মার্তমতের প্রাধান্য দেখা যায়। এই ধর্ম যখন পূর্ণতা লাভ করে তখন মুখ্যবিধির সংজ্ঞা লাভ করে পারমার্থিক ধর্মে পর্যবসিত হয়।

স্মার্তধর্ম—দ্বাদশ মহাজনের অন্যতম স্বায়ম্ভুব মনু সৃষ্টি করেছেন স্মৃতিশাস্ত্র। বেদবিহিত কর্মগুলো নৈতিক আকার দান করে স্মৃতিশাস্ত্র। স্মৃতিশাস্ত্র একপ্রকার ভক্তিশাস্ত্রের প্রতিপক্ষ। মানব জীবনের নৈতিক বিধান এখানে রয়েছে। মানব জীবনকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করবার জন্য ধর্ম ও অর্থ লাভ করা মুখ্য উদ্দেশ্য। শারীরিক, সামাজিক ও মানসিক মঙ্গল যাতে হয় সেইজন্যই স্মৃতিশাস্ত্রের বা স্মার্তধর্মের সৃষ্টি। ইহা বর্ণাশ্রম ধর্মের নৈতিক কার্য বিশেষ, উহা ভক্তি নয়। বৈধী ভক্তিতে ভগবদ্ অনুশীলনই প্রধান কার্য্য সেক্ষেত্রে সর্ব্বদা আনুকূল্য ভাব যুক্ত হয়ে ভগবদ্ অনুশীলনই কর্ত্তব্য। বর্ণাশ্রম ধর্মের যে মূলনীতি বা যতপ্রকার জ্ঞানালোচনা সাধক জীবনে করা হয় ঐগুলি সর্বদা ভগবদ্ অনুশীলনের দাসরূপে থাকবে। ভগবদ্ অনুশীলন বৃত্তির উপর কখনো প্রভুত্ব করবে না। বৈধীভক্তিতে ৬৪ প্রকার ভক্ত্যাঙ্গকে ভক্তি অনুকূল বিচারে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শরীরগত, মনোগত, আত্মগত, প্রকৃতিগত ও সমাজগত, রূপ পাঁচ প্রকারে দেখিয়েছেন। ভক্তি প্রতিকূল বিচার বর্ণন করেছেন। সেই অনর্থের মধ্যে নিষিদ্ধাচার দশ প্রকারের। তার মধ্যে পাঁচপ্রকার সেবাপরাধ ও দশপ্রকার নামাপরাধের বিশেষ বর্ণন রয়েছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ৬৪ প্রকার ভক্ত্যাঙ্গের মধ্যে পাঁচটি মুখ্য ভক্ত্যাঙ্গ উল্লেখ করেছেন যথা—১) শ্রদ্ধায় শ্রীমূর্ত্তি সেবন, ২) ভাগবত কথা শ্রবণ, ৩) নাম সংকীর্ত্তন, ৪) সাধুসঙ্গ, ৫) মথুরাবাস। এবং সেইসঙ্গে ভক্তি সাধকের তিনটি সাধক অবস্থা শ্রদ্ধা, নিষ্ঠা ও রুচির কথা বলেছেন।

আর চতুর্থ বৃষ্টিতে রাগানুগা ভক্তি বিষয়ে বর্ণন করা হয়েছে। বিধি ও রাগের তুলনামূলক আলোচনা ও রাগ-ভক্তির শ্রেষ্ঠতা দেখানো হয়েছে। কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা ভেদে দুই প্রকার রাগ ভক্তি বর্ণনপূর্বক সিদ্ধদেহ এবং ভজনের কথা শ্রীল ভক্তিবিনোদঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রজের গোপীগণ কামরূপা রাগভক্তিতে কৃষ্ণের সেবা করেন আর যশোদা, নন্দমহারাজ, সখাগণ আদি সম্বন্ধরূপা অর্থাৎ মাতাপিতাপুত্র সম্বন্ধ দাস্য, সখ্য অথবা বিবাহিত সম্বন্ধে সম্বন্ধরূপা রাগভক্তি যাজন করেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুঃ গ্রন্থ হইতে আলোচিত বিষয়ের সারাংশ ঃ—

অন্যাভিলাষ পরিত্যাগপূর্বক জ্ঞান ও কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত হয়ে যখন কৃষ্ণের সুখের জন্য চেষ্টা করা হয় বা কৃষ্ণে রোচমানা ভক্তি করা হয় তখন উত্তমা ভক্তি হবে।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
(ভঃ রঃ সিঃ ১।১।১১)

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ ঃ—

১) কৃষ্ণের সুখবিধানপর ভক্তিযাজন।

২) অন্যভিলাষ শূন্য হয়ে ভক্তি করা।

৩) কর্ম ও জ্ঞানের আবরণ থাকবে না, আকার থাকবে মাত্র।

৪) ভক্তিমাত্রকামা হয়ে সেবা করা।

উত্তমা ভক্তির লক্ষণ দুই প্রকার-স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থা লক্ষণ। 'আনুকূল্যে কৃষ্ণানুশীলন' স্বরূপ লক্ষণ আর অন্যাভিলাষ অর্থাৎ ভুক্তি মুক্তি বাঞ্ছা শূন্য এবং জ্ঞান কর্মের দ্বারা অনাবৃত হয়ে ভক্তি করা তটস্থা লক্ষণ। অনুশীলন আবার চেষ্টারূপা ও ভাবরূপা অনুশীলন আর আনুকূল্যেন শব্দে কৃষ্ণে রোচমানা ভক্তি প্রকাশ করে। এস্থলে 'জ্ঞান' শব্দে নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানময়ী জ্ঞান ও 'কর্ম' অর্থে নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মের দ্বারা ভক্তিকে অনাবৃত রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু ভজনীয় আকারে অনুসন্ধানরূপ জ্ঞান ও পরিচর্য্যাদিরূপ কর্ম্মকে নিষেধ করা হয় নাই যেহেতু এই দুইই কৃষ্ণানুশীলনের অন্তর্গত। উত্তমা ভক্তির অপর নাম কেবলা ভক্তি, অনন্যা ভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি, স্বরূপাসিদ্ধা ভক্তি, অহৈতুকী ভক্তি, নিগুর্ণা ভক্তি।

সাধারণ ভক্তির প্রকার ভেদ-তিনপ্রকার যথা

১) গুণীভূতা বা আরোপসিদ্ধা

২) প্রধানী বা মিশ্রা বা সঙ্গসিদ্ধা

৩) কেবলা বা উত্তমা ভক্তি বা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি।

প্রধানীভক্তি আবার দুইপ্রকার—১) কর্মমিশ্রা ও ২) জ্ঞানমিশ্রা।

উত্তমা ভক্তি তিন প্রকার—১) সাধনভক্তি, ২) ভাব ভক্তি ও ৩) প্রেমভক্তি।

সাধন ভক্তি বৈধীভক্তি ও রাগ ভক্তি এই দুই ভাগে বিভক্ত।

সাধন ভক্তি—ইন্দ্রিয়সমূহের প্রেরণার দ্বারা সাধনীয় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির নাম সাধন ভক্তি। **বৈধী ভক্তি**—শাস্ত্র শাসন মেনে চেষ্টা পূর্বক যে ভক্তি করা হয় তা বৈধী ভক্তি। স্বাভাবিক রাগের উদয় হয় নাই বলিয়াই তা বিধি ভক্তির অন্তর্গত।

রাগভক্তি—ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের ভাবেতে যে স্বাভাবিক লোভ উৎপন্ন হয় তাকে রাগ বলে।

ভাবভক্তি—ইন্দ্রিয়গুলোর উন্মুখতা বৃত্তি যখন স্বরূপ শক্তির বৃত্তির সঙ্গে একাত্মতা লাভ করে তখন তদাত্মকতা বা তন্ময়তা লাভ হয় এরই নাম ভাবভক্তি। সাধন ভক্তির অঙ্গ-সকল শ্রবণ কীর্ত্তন করতে করতে সাধকের চিত্ত নির্মল হয় তখন ভগবান বা তদ্ভক্তের অহৈতুকী কৃপার ফলে ভাব ভক্তির উদয় হয়। এই ভাবভক্তির গাঢ় অবস্থার নাম প্রেমভক্তি।

"নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥"

এই উত্তমা ভক্তির ছয়টি গুণ বা ফল ১) সাধন ভক্তির ফল ক্লেশঘ্নী ও শুভদা। ক্লেশ মনে পাপ, পাপবীজ ও অবিদ্যা নাশ হয় এবং শুভদা অর্থাৎ যখন সাধন ভক্তির ফলে সে অন্যকে আকৃষ্ট করবে এবং অন্যরা তার প্রতি আকৃষ্ট হবে। ২) ভাব ভক্তির ফল মোক্ষলঘুতাকৃৎ অর্থাৎ মোক্ষ তার কাছে লঘু হতে থাকবে। আর ভক্তি যে সুদুল্লর্ভ সে বুঝতে পারবে। ৩) প্রেমভক্তির দুটি ফল সান্দ্রানন্দ সুখদাত্মা ও কৃষ্ণাকর্ষিণী। সান্দ্রানন্দ হলো প্রেমের ঘনীভূত অবস্থা এবং কৃষ্ণকে আকর্ষণ করে আনবে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীপাদের মতে প্রেম ভক্তির ক্রম ১৪ প্রকার—

সাধুকৃপা—মহৎসেবা—শ্রদ্ধা (শাস্ত্রীয়)—গুরুপদাশ্রয়—ভজনস্পৃহা—ভক্তি (ভজনক্রিয়া)—অনর্থ অপগম—নিষ্ঠা—রুচি—আসক্তি—রতি—প্রেম—দর্শন—মাধুর্য্য আস্বাদন।

ভজনক্রিয়া দুই প্রকার অনিষ্ঠিতা এবং নিষ্ঠিতা। অনিষ্ঠিতা ভজন ক্রিয়া ছয় প্রকার—১) উৎসাহময়ী, ২) ঘনতরলা, ৩) বূঢ়বিকল্পা, ৪) বিষয়সাঙ্গরা, ৫) নিয়মাক্ষমা, ৬) তরঙ্গরঙ্গিনী।

অনর্থ চার প্রকার—১) স্বরূপ বিস্মৃতি বা দুষ্কৃতোত্থ, ২) অসৎতৃষ্ণা বা সুকৃতোত্থ, ৩) অপরাধ বা অপরাতোত্থ, ৪) হৃদয় দৌর্বল্য বা ভোক্তুত্থ এবং অনর্থ নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে বলা হয়েছে—১) ভজনক্রিয়া সুষ্ঠভাবে হলে অনর্থনিবৃত্তি হবে, ২) নিষ্ঠিতা ভজনপ্রিয়া সুষ্ঠভাবে পালন করতে হবে, ৩) গুরুসেবার উপর বিশেষ জোড় দিতে হবে, ৪) কৃপা প্রার্থনা মুখে ভজনাঙ্গের প্রতি অত্যধিক জোড় দিতে হবে।

অনর্থ নিবৃদ্ধি পাঁচ প্রকার—১) একদেশবর্ত্তিনী, ২) বহুদেশবর্ত্তিনী ৩) প্রায়িকী, ৪) পূর্ণা, ৫) আত্যন্তিকী।

শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের মতে উত্তমা ভক্তির সুদুর্ল্লভতার

কারণ দুটি—১) অনাসঙ্গ ভজন—ভগবানের সুখের দিকে না তাকিয়ে সেবা করা অথবা নিজের লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার জন্য করা। ২) সাসঙ্গ ভজন-যদি সাধক গুরুবৈষ্ণবের আশ্রয় বুঝে ভজন করেন তাহলে ভগবান ''আশু অদেয়তি'' তাড়াতাড়ি ভক্তি দেন না পরীক্ষা করবার জন্য এবং ভক্তির পুষ্টিতা বৃদ্ধির জন্য ভক্তি দিতে দেরী করেন।❑

গোবর্দ্ধন পূজা মাহাত্ম্য

গর্গ-সংহিতা গিরিরাজখণ্ডম্-হইতে সংগৃহীত

বহুলাশ্ব বলিলেন,—হে মুনিসত্তম! বালকের অবলীলা-ক্রমে ছত্রাক ধারণের ন্যায় ভগবান্ কেমন করিয়া একহস্তে গুরুভার গোবর্দ্ধন গিরি ধারণ করিলেন, মহাত্মা পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের সেই অদ্ভুত দিব্য চরিত বর্ণন করুন। নারদ বলিলেন,—লোকে যেমন রাজাকে বার্ষিক করদান করে, তদ্রূপ একদা বর্ষান্তে কৃষিজীবী গোপগণ ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলিপ্রদানার্থ ইন্দ্রযাগের দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতেছিলেন, তদ্দর্শনে কৃষ্ণ সভামধ্যে গোপগণের সমক্ষে নন্দরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—এই যে ইন্দ্রপূজার আয়োজন, ইহার ফল কি? ইহা কি ইহলৌকিক কিংবা পারলৌকিক? নন্দ বলিলেন,—এই ইন্দ্রপূজা পরম ভুক্তি ও মুক্তিপ্রদ, এই পূজা ব্যতীত ভূতলে মানব কদাচ সুখী হইতে পারে না। ভগবান্ বলিলেন,—যে সকল ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব কর্ম্মবশে সর্ব্বপ্রকার স্বর্গাদি সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন, তাঁহারই আবার পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোক প্রাপ্ত হন, জানিবেন—তাঁহাদের সেবা মুক্তির কারণ নহে। সেই কালকে অবলম্বন করিয়া মন হইতে সমস্ত কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক উক্ত কর্ম্মসমূহ দ্বারা সুরোত্তম পরম যজ্ঞপতি হরির পূজা করা কর্ত্তব্য; এইরূপ করিলেই মানব পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হয়, অন্যথা নহে। হরির হৃদয় হইতে এই গোবর্দ্ধন গিরি উৎপন্ন হইয়াছেন এবং পুলস্ত্য ঋষি নিজ তেজে ইঁহাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছেন, এজন্য ইনি গিরিবরগণের সম্রাট্। যিনি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া ইঁহাকে দর্শন করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। এইরূপ শ্রেষ্ঠ যজ্ঞই আমার প্রিয় অতএব অদ্যই এই পর্ব্বতে গো, বিপ্র ও দেবতাগণের পূজা করিয়া উত্তম উপহার প্রদান করা কর্ত্তব্য, অন্যথা তোমাদের যাহা ইচ্ছা করিতে পার। নারদ বলিলেন,—অনন্তর তাঁহাদের মধ্য হইতে অতিনীতিজ্ঞ প্রসন্নাত্মা বৃদ্ধ সন্নন্দ গোপ নন্দগোপের সমক্ষে কৃষ্ণকে কহিলেন। সন্নন্দ বলিলেন,—হে তাত নন্দনন্দন! তুমি সাক্ষাৎ জ্ঞানি-শিরোমণি, কিরূপ বিধানে গোবর্দ্ধন গিরির পূজা কর্ত্তব্য, তাহা যথাযথ কীর্ত্তন কর। ভগবান্ বলিলেন,—গিরিবর গোবর্দ্ধনের সানুদেশ গোময় দ্বারা লেপন করিয়া সর্ব্ববিধ যজ্ঞসম্ভার স্থাপন করিবে; তারপর জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তিযুক্ত হইয়া দ্বিজগণ সহ গঙ্গাজল ও যমুনাজল দ্বারা সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি মন্ত্রে গোবর্দ্ধনকে স্নান করাইবে; অতঃপর শুক্লগো-দুগ্ধধারায় ও পঞ্চামৃতে গিরিকে স্নান করাইয়া পুনরায় গন্ধ পুষ্প ও যমুনাজলে স্নান করাইতে হইবে; তারপর দিব্যবস্ত্র, নৈবেদ্য, সর্ব্বোত্তম আসন, মালা ও অলঙ্কার সকল প্রদান করিয়া উত্তম দীপাবলী দান করিবে; তারপর প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিবে। অতঃপর শ্রদ্ধাসহকারে পর্ব্বত সমীপে পঞ্চ পংক্তিসমন্বিত অন্নকূট স্থাপন করিবে, চতুঃষষ্টি পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক উহা তুলসীদল ও গঙ্গা যমুনাজল যুক্ত করিয়া ষট্পঞ্চাশ প্রকার উত্তম ভোগ দ্বারা সমাহিত হইয়া সেবা করিবে। অনন্তর গন্ধ পুষ্প দ্বারা অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো ও দেবতাগণের পূজা করিয়া সুগন্ধ মিষ্ট খাদ্য দ্রব্য দ্বারা দ্বিজবরগণকে ভোজন করাইবে; এতদ্ভিন্ন চণ্ডালাদি অন্যান্য জাতিকেও উত্তম ভোজন দান করিবে। যেখানে গোবর্দ্ধন গিরি নাই, তথাকার পূজাবিধি শ্রবণ কর। তথায় গোময় দ্বারা তদাকার অত্যুন্নত গোবর্দ্ধন গিরি রচনা করিয়া পুষ্প লতা ও তৃণদ্বারা পরিবেষ্টিত করিবে। মানবগণের এইরূপ করিয়া ভূতলে সর্ব্বদা গিরি গোবর্দ্ধনের পূজা করা কর্ত্তব্য। অথবা **শিলার তুল্য পরিমাণ সোণা পর্ব্বতে রাখিয়া তৎসদৃশ একখণ্ড শিলা গোবর্দ্ধন হইতে আনয়ন করিবে। যে মানব স্বর্ণ না দিয়া শিলা আনয়ন করিবে, তাহার মহারৌরবনরকে গতি হইবে।** যে মানব সর্ব্বদা শালগ্রাম শিলার সেবা করে, পদ্মপত্রের জলের মত তাহাকে পাতক স্পর্শ করিতে পারে না। যে দ্বিজোত্তম গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের শিলা পূজা করেন, তাঁহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবীর সর্ব্বতীর্থে অবগাহনফল লাভ হয়। বর্ষে বর্ষে যিনি গিরিরাজের মহাপূজা করেন, তিনি ইহকালে সর্ব্ব সুখভোগ ও পরকালে মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন।

নারদ বলিলেন,—সাক্ষাৎ নন্দনন্দনের বাক্য শুনিয়া নন্দ

সন্নন্দাদি ব্রজরাজগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহারা পূর্ব্বসঙ্কল্প বিস্মৃত হইয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনেরই পূজা করিলেন। হে মৈথিল! প্রসন্নমনা নন্দরাজ বহু বলি আনয়ন করিয়া পুত্র কৃষ্ণ বলরামকে সঙ্গে লইয়া যশোদা ও গর্গমুনি সহ গোবর্দ্ধনপূজায় সমুৎসুক হইলেন। তিনি অত্যুন্নত বিচিত্রবর্ণ স্বর্ণশৃঙ্খলসমন্বিত গজে আরোহণ করিয়া শারদমেঘ সমৃদ্ধ শচীসমভিব্যাহারী শক্রের ন্যায় সত্বর গোগণসহ সেই গিরিসমীপে উপনীত হইলেন। নন্দ, উপনন্দ ও বৃষভানু পুত্র পৌত্র ও পত্নীসহ সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞোপকরণ লইয়া গিরিরাজ গোবর্দ্ধনের পূজার জন্য সমাগত হইলেন; সহস্র বালসূর্য্য সদৃশ প্রদীপ্ত কান্তি শিবিকায় আরোহণ করিয়া সখীগণসহ রাধা দেবী দিব্য বস্ত্র ও রত্নভূষণা শচীর ন্যায় সমাগতা হইলেন; তখন তাহার বদনকে ভ্রমরীগণ পদ্ম মনে করিয়া এবং চকোরীগণ চন্দ্র মনে করিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হে রাজন্! অলঙ্কৃতা কোটি কোটি পরমরমণীয়া সখী তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া সমবেত হইল; চন্দ্রবদনা ললিতা বিশাখা সখীদ্বয় তাঁহাকে চারু চামর বীজন করিতে লাগিলেন। হে নৃপ! এইরূপে রমা, বিরজা, মাধবী, মায়া, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি রাধাদেবীর দ্বাত্রিংশৎ অষ্ট ও ষোড়শ সখীযূথ তথায় সমাগত হইলেন এবং ব্রজবাসিনী সখীগণের দল নানালঙ্কার-ভূষিতা হইয়া বিবিধ উপহার সহকারে দীপাবলী করে লইয়া গিরিরাজ পার্শ্বে সমাগতা হইলেন। এইরূপে পীতাম্বর-পরিহিত ময়ূর পক্ষমণ্ডিত গুঞ্জাদি বনমালা পরিশোভিত নবীন বংশযষ্টিহস্ত বৃদ্ধ শিশু ও যুবা গোপগণ সমাগত হইলেন। আমার মুখে শৈলবর গোবর্দ্ধনোৎসবের বার্ত্তা শুনিয়া গঙ্গাধর মস্তকে জটাজূট মণ্ডল বন্ধন, করে কপাল ধারণ, দেহে অস্থিভস্মলেপন, করে বলয়াকারে সর্পসমূহের মালা ধারণ করিয়া ধুতুরা ভাঙ্গ ও বিষপানে বিহ্বল হইয়া স্বগণসহ গিরিজার সহিত বৃষারোহণে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে সমাগত হইলেন। বহু দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র বিপ্র সহ রাজর্ষি, বিপ্রর্ষি, দেবর্ষি, সিদ্ধেশ্বর, যোগেশ্বর ও মুখ্য পরমহংসগণ গোবর্দ্ধন দর্শনার্থ আগমন করিলেন। তখন মেরু হিমালয়াদি মহীধরগণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া উপহার সহকারে মঙ্গলময় বস্তু করে লইয়া আসিয়া বিগ্রহধারী গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে প্রণাম করিলেন। ব্রজেশ্বর নন্দরাজ কৃষ্ণের কথানুসারে দ্বিজগণ দ্বারা গোবর্দ্ধন দেবের পূজা করাইয়া স্বয়ং দ্বিজ, অগ্নি ও গোধনের পূজা করত তাঁহার উদ্দেশে উত্তম মহাধন স্থাপন করিয়া উপহার প্রদান করিলেন। তখন নন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু এবং অন্যান্য গোপ ও গোপীগণ গীতবাদ্য ও নৃত্য করিতে থাকিলে নন্দরাজ পরমানন্দিত হইলেন, কৃষ্ণ স্বয়ং গিরিবর গোবর্দ্ধনকে প্রদক্ষিণ করিলেন। দেবগণ পুষ্পবর্ষণ ও জনগণ লাজ বৃষ্টি করিলেন, তখন গিরিরাজ গোবর্দ্ধন যজ্ঞভূমে মহারাজের ন্যায় শোভিত হইলেন। কৃষ্ণ তখন সে গোবর্দ্ধন মধ্যে অতি দীর্ঘ অন্য এক দেহ ধারণ করিয়া সকল লোককে 'আমিই গিরি গোবর্দ্ধন' এই কথা বলিয়া স্বয়ং পূর্ব্বরচিত সেই সমস্ত অন্নকূট ভক্ষণ করিলেন। মুখ্য গোপ গোপীগণ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়া এবং তাঁহাকে বরদানে উদ্যত দেখিয়া সুবিস্মিত ও প্রসন্নমনে বলিতে লাগিলেন,—হে গিরিরাজ! নন্দনন্দন কৃষ্ণের প্রসাদে আমরা তোমার দেবরূপ দর্শন করিলাম; ভূতলে আমাদের গোধন ও বন্ধুবর্গ প্রতিদিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক। কিরীট কেয়ূরে মনোহরাঙ্গ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন 'তাহাই হউক' বলিয়া দিব্যদেহ ধারণপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে অন্তর্হিত হইলেন। নন্দ, উপনন্দ, বৃষভানু, বলরাম, সুচন্দ্র, বৃষভানুরাজ, নন্দরাজ, হরি, গোপ, গোপী, দ্বিজ, গোপেশ্বর, সিদ্ধগণ, শিবাদি দেবতা এবং অপরাপর সকলেই গিরিরাজকে প্রণাম ও পূজা করিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেই স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর পুরন্দর নিজ যজ্ঞলোপকারক গোবর্দ্ধনোৎসব সম্পন্ন হইয়াছে আমার মুখে ইহা শ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রজবিনাশের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রলয়কালীন বর্ষণকারী নামক মেঘগণকে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ক্রুদ্ধ মেঘগণ গর্জ্জন করিতে করিতে বিচিত্ররূপ বর্ষণ করিতে লাগিল। ঐ সকল মেঘগণ মধ্যে কোন মেঘ কৃষ্ণবর্ণ, কোন মেঘ পীতবর্ণ, কোন কোন মেঘ হরিতবর্ণ, কোন মেঘ ইন্দ্রগোপকীটবৎ রক্তবর্ণ, কোন কোন মেঘ কর্পূরবৎ ধবল বর্ণ এবং কোন কোন মেঘ নীলকমল বর্ণ। এইরূপ বিবিধ বর্ণ চঞ্চল মহোদ্ধত মেঘগণ হস্তিতুল্য বড় বড় বারিবিন্দু ও করিশুণ্ডবৎ ধারা বর্ষণ করিল। তাহারা নিরন্তর কোটি কোটি পর্ব্বততুল্য শিলা বর্ষণ করিতে লাগিল। বৃক্ষ ও গৃহসমূহ পাতিত করিয়া প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহিত হইল, হে মৈথিলরাজ! ভূতলে অন্তকারী প্রবল বজ্রপাতী মেঘগণের ভয়ঙ্কর মহাশব্দ হইতে লাগিল। ভয়ভীত সকুটুম্ব ব্রজবাসী গোপবরগণ আত্মরক্ষার্থ স্ব স্ব শিশুগণকে অগ্রে করিয়া নন্দমন্দিরে আগমন করিলেন এবং বলরামসহ পরমেশ্বর নন্দনন্দনকে নমস্কার করত তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া বলিতে

লাগিলেন। গোপগণ বলিলেন,—হে মহাবাহো বলরাম! হে ব্রজেশ্বর কৃষ্ণ! ইন্দ্রদত্ত এই মহাদুঃখ হইতে নিজ জনগণকে রক্ষা কর—রক্ষা কর। আমরা তোমার কথায় ইন্দ্রযাগ ত্যাগ করিয়া গোবর্দ্ধনোৎসব করিয়াছি, তাই আজ শক্র কুপিত হইয়াছেন, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি, সত্বর বল। নারদ বলিলেন,—নির্ভীক কৃষ্ণ গোপগোপাল সঙ্কুল সবৎস গোগণসহ গোকুলকে ব্যাকুল দেখিয়া গোপগণকে বলিতে লাগিলেন। ভগবান্ বলিলেন,—ভীত হইও না, তোমরা সকলে সমস্ত দ্রব্যসম্ভারসহ গোবর্দ্ধনতটে গমন কর; যিনি তোমাদের পূজা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই গোবর্দ্ধনই তোমাদিগকে রক্ষা করিবে। নারদ বলিলেন,—হরি এইরূপ কহিয়া স্বজনগণসহ গিরিসমীপে উপনীত হইলেন এবং গোবর্দ্ধন পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া অবলীলাক্রমে এক হস্তে ধারণ করিলেন। বালক যেমন বিনাশ্রমে ছত্রাক ধারণ করে, গজ যেমন শুণ্ড দ্বারা পদ্ম তুলিয়া লয়, তদ্রূপ নন্দনন্দন করুণাময় কৃপাময় প্রভু কৃষ্ণ—গিরি ধারণ করিয়া শোভিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ গোপগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—হে মাতঃ! হে তাত! হে ব্রজবল্লভ গোপবরগণ! আপনারা যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার ধন ও গোগণসহ এই গিরিগর্ত্তে প্রবেশ করুন, এখানে শক্র হইতে আপনাদের কোন ভয় থাকিবে না। হরির এই প্রকার বাক্য শুনিয়া গোপগণ গোধন গৃহোপকরণ ও পরিবারসহ গোবর্দ্ধনগিরির তলদেশে প্রবেশ করিলেন। হে নৃপ! কৃষ্ণের আদেশে বলরামসহ তদীয় বয়স্য বালকগণ পর্ব্বততলে তাঁহাদের স্ব স্ব লগুড়াদি স্তম্ভাকারে রাখিয়া দিলেন। তখন সেই পর্ব্বতের তলদেশে রাশি রাশি বৃষ্টিজল আসিতে দেখিয়া ভগবান্ সুদর্শন ও শেষ নাগ অনন্তকে মনে মনে আদেশ করিলেন। হে মৈথিল! অগস্ত্য যেমন সাগর পান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ কোটি দিবাকরকান্তি সুদর্শনচক্র পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে ধারাকারে পতিত মেঘজল পান করিলেন; আর শেষ নাগ স্বদেহ কুণ্ডলী করিয়া তলদেশে উপবেশনপূর্ব্বক বর্ষণজল রোধ করিয়া রহিলেন। গোবর্দ্ধনধারী হরি এইভাবে সপ্তাহ কাল সুস্থির হইয়া রহিলেন, আর চকোরের ন্যায় গোপালগণ কৃষ্ণচন্দ্রকে দর্শন করত অবস্থিত হইলেন। ক্রোধযুক্ত শক্র সসৈন্যে মত্ত ঐরাবতারোহণে ব্রজমণ্ডলে আগমন করিয়া নন্দ-গোষ্ঠ ধ্বংস করিবার জন্য দূর হইতে স্বীয় বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, মাধব বজ্রসহ ইন্দ্রের বাহু স্তম্ভিত করিয়া ফেলিলেন। তখন ভয়ভীত ইন্দ্র সিংহতাড়িত গজের ন্যায় সংবর্ত্তকাদি মেঘগণ ও দেবসৈন্যগণসহ সত্বর পলায়ন করিলেন। হে নৃপ! তখনই মেঘগণ চারিদিকে চলিয়া গেল, সূর্য্য উদিত হইলেন; বায়ু সদ্য প্রশমিত, নদী সকল স্বল্পজল, ভূতল কর্দ্দমহীন ও নভোমণ্ডল নির্ম্মল হইল। ক্রমে পশু ও পক্ষিগণ নিরাপদ্ হইল, কৃষ্ণের আদেশে গোপগণ নিজ নিজ গৃহদ্রব্য ও গোধনসহ ধীরে ধীরে গিরিগর্ত্ত হইতে নির্গত হইলেন। গোবর্দ্ধনধারী হরি বয়স্য বালকগণকে চলিয়া যাইতে বলিলে তাহারা তাঁহাকে বলিল,—তুমি পর্ব্বত হইতে বাহির হও, আমরাও স্বীয় বলে গিরি ধারণ করিব। বালকগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে মহামনা গোবর্দ্ধনধারী হরি সেই গিরির অর্দ্ধভার তাহাদের উপর ন্যস্ত করিলেন, কিন্তু গোপ বালকগণ সেই ভারে দুর্ব্বল হইয়া ভূতলে পতিত হইল। কৃষ্ণ করদ্বারা বালকগণকে উত্তোলন করিয়া সকলের সমক্ষে সেই পর্ব্বত অনায়াসে উঠাইয়া লইয়া পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে স্থাপন করিলেন। হে নৃপ! তখনই প্রধান প্রধান গোপ গোপীগণ নন্দনন্দন কৃষ্ণকে গন্ধ, অক্ষত, দধি ও দুগ্ধাদি ভোগ দ্বারা পূজা করিলেন এবং তাঁহাকে পরম পুরুষ জানিয়া বহুবার প্রণাম করিলেন। হে নৃপ! নন্দ, যশোদা, রোহিনী, বলরাম এবং সন্নন্দপ্রমুখ বৃদ্ধ গোপগণ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া প্রচুর ধন দান করত স্নেহবশে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। হে রাজন্! ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণের প্রশংসাপূর্ব্বক গীত বাদ্য সহকারে তাঁহার সম্মুখে নৃত্য করিলেন এবং তাঁহারা পূর্ণমনোরথ হইয়া তাঁহাকে অগ্রে করত নিজ নিজ গৃহে আগমন করিলেন। তখন প্রহর্ষিত দেবগণ, প্রধান প্রধান গন্ধর্ব্ব ও সিদ্ধগণ স্বর্গে গোবর্দ্ধনধারী হরির যশোগান করিতে লাগিলেন।

নারদ বলিলেন,—অনন্তর ইন্দ্র অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেবগণসহ গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে সমাগত হইয়া গোপনে কৃষ্ণকে প্রণাম করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—আপনি দেবদেব, পরমেশ্বর, প্রভু, পূর্ণ, পুরাণ, পুরুষোত্তম; আপনি পরাৎপর, প্রকৃতির অতীত, স্বর্গপতি, জগৎপতি; হে হরে! আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করেন, তদ্রূপ প্রসন্ন হইয়া আমাকে ক্ষমা করুন। আপনিই ধর্ম্ম গোগণ ও বেদের রক্ষার জন্য দশাবতার গ্রহণ করিয়া থাকেন; সম্প্রতিও আপনি কংসাদি দৈত্যেন্দ্রগণের বধের জন্য পরিপূর্ণদেবরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আপনার মায়ায় আমার মনোবৃত্তি মোহাপন্ন হইয়াছে, আমি মদোদ্ধত হইয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিয়াছি, হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! হে স্বর্গপতি! পিতা যেরূপ

পুত্রকে ক্ষমা করুন। আপনি গোবর্দ্ধনধারী গোবিন্দ, গোকুলনিবাসী, গোপাল, গোপালপতি ও গোপীজনাধীশ; আপনাকে নমস্কার। আপনি পর্ব্বতোৎপাটনাকারী, করুণানিধি, জগদ্বিধাতা, কোটি মন্মথেরও মনোমথনকারী, বৃষভানুনন্দিনী রাধার অধীশ, নন্দরাজের কুলপ্রদীপ, পরিপূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণ, অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডপতি, গোলোকপতি ও জ্ঞানের অধিপতি স্বয়ং ভগবান; বলদেবের সহিত আপনাকে নমস্কার নমস্কার। নারদ বলিলেন,—যে মানব প্রাতঃকালে শয্যাত্যাগের পর এই ইন্দ্রকৃত স্তব পাঠ করে, তাহার সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি হয়; সঙ্কট হইতে তাহার ভয় থাকে না। পুরন্দর সর্ব্বদেবগণসহ এই প্রকারে হরির স্তব করিয়া করজোড়ে প্রণাম করিলেন। অনন্তর সমুদ্রজা সুরভি গো নিজ দুগ্ধধারা দ্বারা রমণীয় গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে গোপেশকে স্নান করাইলেন। মত্ত ঐরাবত গজ চতুর্দ্দন্ত শোভিত শুণ্ডাদণ্ডে স্বর্গ গঙ্গাজল পূরিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্নান করাইল। হে রাজন্! ঋষিগণ, বেদগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ প্রসন্ন হইয়া স্তব ও পুষ্পবর্ষণ করিলেন। হে নৃপ! কৃষ্ণের অভিষেক হইয়া গেলে মহাগিরি গোবর্দ্ধন হর্ষানন্দে দ্রবীভূত হইয়া ইতস্ততঃ বহিতে লাগিলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইয়া পর্ব্বতগাত্রে নিজ পদ্মহস্ত বিন্যস্ত করিলেন, হে নৃপ! অদ্যাপি কৃষ্ণের সেই করচিহ্ন পর্ব্বতগাত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহা নরগণের পাপনাশন পরমপাবন তীর্থ হইল। হে মৈথিল। পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের যে পদচিহ্ন পতিত হইয়াছিল, তাহাও তীর্থ বলিয়া জানিবে। হে রাজন্! এইরূপে পর্ব্বতে শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন পতিত হইলে তথায় সুরভিরও পদচিহ্ন পতিত হইয়াছিল। হে মৈথিল! স্বর্গগঙ্গা হইতে পতিত জলে কৃষ্ণাভিষেক সম্পন্ন হইলে সেই জল গোবর্দ্ধনগিরিতে পাপনাশিনী মানসী গঙ্গারূপে পরিণত হইল। নে নৃপ! সুরভির দুগ্ধধারায় গোবিন্দের যে অভিষেক হইয়াছিল, তাহা ঐ পর্ব্বতে মহাপাপহর গোবিন্দকুণ্ড নামে বিখ্যাত হইল। ঐ কুণ্ডের জল দুগ্ধের ন্যায় স্বাদু, মানব ঐ জলে স্নান করিয়া সাক্ষাৎ গোবিন্দ পদলাভ করে। অনন্তর পুরন্দরাদি দেবগণ হরিকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া নানা উপহার প্রদানপূর্ব্বক জয়ধ্বনি ও উত্তম পুষ্পবর্ষণ করিতে করিতে সৌখ্যযুক্ত হইয়া স্বর্গপুরে গমন করিলেন।❑

বিশেষ নিবেদন

এতদ্বারা সকল সজ্জনমণ্ডলীদের জানানো হইতেছে যে, জগৎগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১০০ বছরের পুরাতন বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠ। মিশনের বর্তমান আচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের ইচ্ছানুসারে বর্তমানে ভগবান শ্রীবেদব্যাস বিরচিত দ্বাদশখণ্ড সমন্বিত "শ্রীমদ্ভাগবত" গ্রন্থ প্রকাশন কার্য শুরু হইয়াছেন। প্রায় ৭টি খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। আরও পাঁচটি খণ্ড প্রকাশনে অর্থাভাব দেখা গিয়াছে। উক্ত পাঁচটি খণ্ড প্রকাশ করিতে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষাধিক (৭,৫০০০০/-) অর্থের প্রয়োজন।

সকল শ্রদ্ধালু সজ্জন ভক্তবৃন্দাবনকে উক্ত সেবানুকূল্যে সাহায্য করিবার আবেদন জানানো হইতেছে। যাহারা অর্থানুকূল্য করিবেন তাহাদের নাম নথিভুক্ত করা হইবে।

যোগাযোগ—শ্রীপাদ ভক্তিরক্ষক হৃষীকেশ মহারাজ—Mobile No.-08420692952, Cheque/Draft এই নামে পাঠাবেন—"GAUDIYA MISSION BOOK DEPARTMENT" A/C No-0090010381604, IFSC Code No-UTBI0BAZ101, UNITED BANK OF INDIA, BAGHBAZAR BRANCH. এই দান আয়কর বিভাগের 80G ধারায় কর মুক্ত হইবে।

নিবেদক—
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশন স্থাপনের শতবর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষ তথা বিদেশের বিভিন্ন স্থানে ত্রি-বর্ষকাল ব্যাপী পরিক্রমা ও ধর্মসভা

(২০১৫)

❑ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব মহোৎসবকে কেন্দ্র করে শ্রীগৌরাঙ্গ মেলা (দেশবন্ধু পার্ক, কলকাতা)—ফেব্রুয়ারী ২০,২১,২২।

❑ **Youth Awarness Programme** (তিন বৎসর যাবৎ) উড়িষ্যা, বিহার, ঝাড়খণ্ড, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায়।

❑ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবন ধাম পদার্পণের ৫০০ তম বর্ষপূর্ত্তি উপলক্ষ্য বাসযোগে শ্রীপুরীধাম হতে শ্রীবৃন্দাবন ধাম যাত্রা। (কার্ত্তিক মাসে)

❑ বাংলাদেশের বিভিন্ন তীর্থ ও শ্রীগৌরপার্ষদগণের শ্রীপাঠ আদি পরিক্রমা। (ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারী, ২০১৫—১৬)

(২০১৬)

❑ লণ্ডন, আমেরিকায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী মহোৎসব পালন (মে/জুন)

❑ নৈমিষারণ্য, শুকরতল, সম্যাপ্রাসতীর্থ, কুরুক্ষেত্র, চিত্রকূট আদি উত্তরভারত পরিক্রমা অন্তে দিল্লীতে সেমিনার। (অক্টোবর/ নভেম্বর—কার্ত্তিক মাস)।

(২০১৭)

❑ কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে ক্লাস—(শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা থেকে একাদশী পর্যন্ত)।

❑ শ্রীরাধাষ্টমী উপলক্ষ্যে মুম্বাই শ্রীগৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তাহ এবং সেমিনার—(সেপ্টেম্বর মাস)।

❑ শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিক্রমা (উড়িষ্যাসহ)—(অক্টোবর/ নভেম্বর—কার্ত্তিক মাস)।

(২০১৮)

❑ আসাম, ত্রিপুরা ও মনিপুর পরিক্রমা।

কলকাতা—শিলিগুড়ি—গুয়াহাটী (কামাক্ষ্যা)—শীলচর (লালা) ট্যুর প্রোগ্রাম—সেই সেই অঞ্চলে গিয়ে ধর্মসভা ও প্রচার। (অক্টোবর/ নভেম্বর—কার্ত্তিক মাস)।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শুদ্ধভক্তি ধারার মূল প্রবর্তক ও গৌড়ীয় মিশনের মূল পুরুষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত অষ্টাদশ পুরাণ, বিংশতি ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত, ষড়্দর্শন ও তন্ত্রশাস্ত্রের সারশিক্ষা সমন্বিত ''শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত'' গ্রন্থের ১-৪ বৃষ্টির পরীক্ষা শ্রীগৌরজয়ন্তী উৎসবে মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীগোদ্রুম ধামস্থিত শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে অনুষ্ঠিত হইবেন। ইচ্ছুক সকল সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ সকলকেই উক্ত দিবসে পরীক্ষা দিতে হইবে। যাহারা অনিবার্য কারণবশতঃ পরীক্ষায় উপস্থিত হইতে পারিবেন না তাহারা বাগবাজার শ্রীগৌড়ীয় মঠে পরীক্ষায় বসিতে পারিবেন।

Registered : KOL RMS/35/2013-2015

Date of Publication on 02/11/2014

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

এ বৎসরের নতুন প্রকাশন

গৌড়ীয় মিশন হইতে শ্রীমৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১২টি খণ্ডে নূতন প্রকাশিত হইতে চলিতেছেন। ইতিপূর্বে ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ১০ম (ব্রজলীলা), ১২শ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছেন। শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবত ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মষ্টীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিক্ষাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org